সত্য দর্শনই জীবন

তাপস কুমার দে

সূর্য কি ডুবে না ডুবেনা এই প্রশ্ন অবান্তর। সূর্য একই স্থানে আছে, কিন্তু পৃথিবী ঘুরে বলে মনে হয় সূর্য ডুবে ও উদিত হয়। অথচ এই সত্য জেনেও আমরা জেনে শুনে মিথ্যা বলি। অর্থাৎ 'সত্য কথার মিথ্যে উত্তর সত্য ভাবে দিই'। অসত্যই সত্য হয়। দুই বন্ধু খুব ঘনিষ্ট ও দুজনেই নেশাখোর। এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলছে, বলতে পারিস সূর্য কেন ডুবে? উত্তরে বন্ধু বলল - ''ওমা এটাও জানিস না! সূর্য ডুবে কারন সে সাঁতার জানেনা''।

উত্তর শুনে বন্ধু বলল কিছুই জানিসনা তুই ; চল গ্রামের মোড়লকে প্রশ্নটা করি। গ্রামের মোড়ল আবার সিদ্ধির ভক্ত। উনি বসে নেশায় ঝিমুচ্ছেন। ওরা গিয়ে বলল- ''আচ্ছা কাকা বলতে পার সূর্য কেন ডুবে''? উনি বললেন- ''ছিঃ ছিঃ এটাও জানিস না? নেশা, বুঝলি নেশায় ডুবে যাচ্ছে''। যেমন চাচা তার তেমন ভাতিজা। এবার ওরা গেল এক পুরোহিতের কাছে। ওনার আবার চরিত্র দোষ। ওনি প্রশ্নের উত্তরে বললেন, বুঝলিনা বাবা চরিত্র দোষে ডুবে যায়। সত্য কথার সত্য উত্তর কেউ জানেনা বা জানলেও দিতে চায়না।

ঠিক তেমনি মানুষও ডুবে। মানুষ ডুবার পেছনে ৩টি কারন থাকে ; -

* সংসার সাগরে সাঁতার কাটতে না জানা,
* নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা,
* চরিত্র দোষে দূষিত হওয়া।

জন্ম হলে মৃত্যু হবেই- এটাই সত্যি। কয় দিনের এই জীবন কেউ জানেনা। অথচ দিনরাত ক্ষমতা, অর্থ, যৌবন, ও বাহ্যিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য সবাই দৌড়াচ্ছে। ফলে এই সংসার রূপ সাগরে সাঁতার না জেনে সাঁতরাতে গিয়ে বার বার হাবুডুবু খেতে হচ্ছে। তবুও চালিয়ে যাচ্ছে।

টমাস আলভা এডিসন বলেছিলেন- ''যদি জীবনে সাফল্য পেতে চাও তাহলে সাবধানতাকে বড় ভাই, ধৈর্য্যকে ঘনিষ্ট মিত্র, এবং অনুভবকে নিজের পরামর্শদাতা বানাও''।

জীবনকে কিভাবে চালাতে হবে সেটা জানার নয় ফলে অন্তহীন চাহিদা এই ছোট্ট জীবনকে অকালে শুকিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃত মানুষ হতে না পারায় সংসার সাগরে নোনা জলের স্বাদ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। শেষ বয়সে প্রশ্ন আর প্রশ্ন , কিন্তু উত্তর দেওয়ার কেউ নেই- তাই হয় আশ্রমবাস না হয় বৃদ্ধাবাস। এমন মহান ও শ্রেষ্ঠ জীবনের অধিকারী হয়েও সঠিকভাবে সাঁতার না জানার জন্য ডুবতে আর ভাসতে হচ্ছে। এর পর নেশার কথায় আসা যাক। নেশা কত রকমের হতে পারে এর ব্যাখ্যা করতে গেলে বিশ্বকোষের মত নেশাকোষ ও হয়ে যেতে পারে। যেমন বড়ির নেশা, গাড়ির নেশা, বাইকের নেশা, মোবাইলের নেশা, টিভির নেশা, নূতন জিনিষ কেনার নেশা, ঘর সাজানোর, অন্যকে হেয় করার, কথায় কথায় তর্ক করার, পরনিন্দা বা সমালোচনার, নামের, কু-প্রবৃত্তির, পয়সার, পান-সিগারেটের নেশা ইত্যাদি।

মানুষ লোহাকে সোনা, মৃতকে জীবিত বানাতে পারেনা, কিন্তু ইচ্ছা করলেই নেশার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সেলফ্ রিয়েলাইজেশান। প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান, ধারনা ও অনুভবের।

জ্ঞান হল তলোয়ার, ধারনা হল এর ধার এবং অনুভব হল সেই কলা যা দিয়ে তলোয়ার চালিয়ে সমস্ত বদ ইচ্ছাকে রদ করা যায়। সময় থাকতে ফিরে দেখা দরকার। এর জন্য চাই আধ্যাত্মিকতা। অর্থাৎ আধ্যাতিকতা হল আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া। আধ্যাতিকতা হল চরিত্র গঠনের সোপান, আধ্যাতিকতা শেখায় - HOW TO LIVE, HOW TO LOVE, WHAT TO DO, WHAT NOT TO DO.

আধ্যাত্মিকতা হল এক অনুশাসন, এক বিচার, এক প্রেরনা, এবং এমন এক আলো যা জীবনকে আলোকিত করে দেয়, অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরনের রাস্তা দেখায়। ডুবে যাওয়া বা ডুবতে থাকা মানুষকে বাঁচতে শেখায়।

আধ্যাতিকতার আসল- স্বরূপকে জানতে পারলে কেউ ডুবেনা। আধ্যাত্মিকতা সাঁতার শেখায়- এই সংসার সাগরে কি করে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়া যায়। নেশা থেকে মুক্ত থাকার রাস্তা দেখায়, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র করিয়ে দেয়। এরই নাম সত্য দর্শন, এর নামই জীবন।